৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 AUG 1998 ...
পৃঃ ৪ কলাম ৩

মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স

সরকার মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। বুধবার ঢাকায় এক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রাতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সরকার কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলে কম্পিউটার সরবরাহ করার একটি প্রকল্পও হাতে নেওয়া হইয়াছে। বর্তমান অর্থ বৎসরের বাজেটে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার আমদানীর উপর হইতে ভ্যাটসহ অন্যান্য শুল্ক ও কর প্রায় সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার পর মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স চালুর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ সিদ্ধান্ত যথাযথরূপে বাস্তবায়িত হইলে তাহা দেশে দ্রুত সফটওয়্যার, প্রোগ্রামিং এবং ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া উঠার সহায়ক হইবে। সফটওয়্যার রফতানী এবং ডাটা এন্ট্রি শিল্প যাহাতে দেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হইয়া উঠিতে পারে সরকার সেজন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের নীতি অবলম্বনের ঘোষণা দিয়াছেন। বেসরকারী উদ্যোক্তারা এক্ষেত্রে দ্রুত আগাইয়া যাওয়ারও লক্ষণ দেখাইতেছেন। এমতাবস্থায় দেশে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির অভাব যদি পরিলক্ষিত হয় তবে সরকারী-বেসরকারী এসব উদ্যোগ ফলদানে ব্যর্থ হইবে। এই কারণে অতি অল্প সময়ে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষিত পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া উঠা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও সৃজনশীল কিছু কর্মী গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশে-বিদেশে সমভাবেই তাহারা তাহাদের কাজের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিতেছেন। এসব সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, সফটওয়্যার পণ্যের বিশাল আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় এই বাজারে প্রবেশের দক্ষ জনশক্তি আমাদের নিতান্তই অপ্রতুল। এমনকি প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান অপেক্ষাও আমরা এক্ষেত্রে অনেক পিছাইয়া আছি। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরে ভারতের ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সফটওয়্যার ও সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের রফতানী ৩৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১২ হাজার কোটি রুপীতে দাঁড়াইয়াছে। আর আমরা এক্ষেত্রে সবে যাত্রা শুরু করিতে যাইতেছি। সফটওয়্যার রফতানী এবং ডাটা এন্ট্রি শিল্পকে শক্ত ভিত্তিদানের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলির সমান তালে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যই শুধু যে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা নহে। ব্যক্তি পর্যায়েও কম্পিউটার এবং এ বিষয়ক দক্ষতা আত্মকর্মসংস্থানে বিরাট ভূমিকা রাখিতে পারে। তাহাছাড়া সফটওয়্যার বিষয়ে-বিশেষতঃ প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির বিদেশে কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদ হইতে জানা যায়, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পদ যোগ্য প্রার্থীর অভাবে শূন্য পড়িয়া আছে। এইসব পদ বিদেশের দক্ষ লোকের দ্বারা পূরণের সুবিধার্থে দক্ষ পেশাজীবীদের প্রদেয় মার্কিন ভিসা, যাহার নাম এইচ ১বি, উহার বার্ষিক কোটা আরও ২৫ হাজার বৃদ্ধি করার জন্য ৫ শতাধিক মার্কিন কোম্পানী সেদেশের কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছে। এক হিসাবে জানা যায়, ২০০০ সালের মধ্যে সারা দুনিয়ায় কম্পিউটার খাতে ৬০ হইতে ৬৫ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে। এই হিসাব হইতেই অনুমান করা যায় কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ও জাতিকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী হইয়া উঠিতে হইলে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থার বাহিরেও কী বিশাল কর্মোদ্যোগ গ্রহণ ও বিপুল বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্ষেত্রে দ্রুত আগাইয়া যাইবার পথে মেধাগত কোন অন্তরায় আমাদের নাই। অন্তরায় রহিয়াছে কেবল মেধাকে বিকশিত হইয়া উঠিতে দেওয়ার এবং কাজে লাগাইবার সুযোগের। কম্পিউটারের উপর হইতে শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করায় অনেকাংশেই এই সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করা হইলে এক্ষেত্রে আরও এক ধাপ অগ্রগতি হইবে। তবে শেষোক্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কারিকুলামকে সর্বদা যুগোপযোগী রাখার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। জানা যায়, কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানে বেশ পূর্ব হইতেই কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানে এখনও এমন সব সফটওয়্যার বা প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে যেগুলি অনেক আগেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অপরদিকে বর্তমান সময়ে কম্পিউটারে কাজ করার জন্য যেসব সফটওয়্যারে প্রশিক্ষণ থাকা অপরিহার্য সেসব প্রশিক্ষণ আদৌ দেওয়া হয় না। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণের নিজেদেরকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে ব্যর্থতাই ইহার প্রধান কারণ। মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করার পরে এরকম কিছু যাহাতে না ঘটে সে ব্যাপারে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অন্যথায় এ ব্যাপারে ব্যয়িত অর্থের সিংহভাগেরই পানিতে যাইবার আশঙ্কা থাকিবে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে সফটওয়্যার রফতানী ও ডাটা এন্ট্রি শিল্প হইতে বাংলাদেশ অতি অল্প সময়েই বার্ষিক ১২ সহস্রাধিক কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সামর্থ্য অর্জন করিতে পারিবে। তবে এই অর্জনের জন্য পুঁজি ও দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতাজনিত সমস্যা ছাড়াও ভিস্যাট চ্যানেলের অপ্রতুলতা এবং মেধা সংরক্ষণ আইনের অনুপস্থিতির মত বিভিন্ন সমস্যার আশু সুরাহা করিতে হইবে। আমরা মনে করি, এইসব বক্তব্য ও প্রত্যাশা যথাযথরূপে খতাইয়া দেখিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।